২য় অনুরোধ পত্র

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.৩৮৭.১৪-৫৪৩

তারিখঃ ১২ কার্তিক ১৪২৬ ব.
২৮ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.

বিষয়ঃ রিট পিটিশন নং-২২৯/২০১১ মামলার ০৭/১২/২০১৪ তারিখের রায়/আদেশ এবং দেওয়ানী মামলা নং-৪১/১৫ এর ১৭/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখের রায়ের আলোকে যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন নাভারণ মহিলা আলিম মাদ্রাসায় কর্মরত আরবী প্রভাষক জনাব মো: মাঈনুদ্দীন (ইনডেক্স নং-৩৭১০৬৫) -এর বাতিল হওয়া এমপিও চালুকরণ সংক্রান্ত। ।

সূত্র:
(১) মাউশিঅ এর স্মারক নং-৯এ/৩৬/অডিট/এম/২০১০/১৩০৩/৯, তারিখ: ০৪/১১/২০১০ খ্রি.।
(২) নাভারণ মহিলা আলিম মাদ্রাসা, শার্শা, যশোর এর স্মারক নং-২৫/১০(৪), তারিখ: ০৮/১২/২০১০ খ্রি.।
(৩) মহামান্য হাইকোর্ট হতে প্রাপ্ত রিট পিটিশন নং-২২৯/২০১১ মামলার ০৭/১২/২০১৪ তারিখের রায়/আদেশ।
(৪) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৩১.০৪.৩৮৭.১৪-২৬৫,তারিখ: ০৭/৫/২০১৫ খ্রি.।
(৫) বিজ্ঞ শার্শা সহকারী জজ আদালত, যশোর কর্তৃক প্রদত্ত দেওয়ানী মামলা নং-৪১/১৫ এর ১৭/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখের আদেশ।
(৬) নাভারণ মহিলা আলিম মাদ্রাসা, শার্শা, যশোর এর স্মারক নং-০৫/১৯, তারিখ: ০৪/৩/১৯ খ্রি.।
(৭) টিএমইডি এর স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.৩৮৭.১৪-২৫৩, তারিখ: ১৩/৫/২০১৯ খ্রি.।
(৮) মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৫৭.২৫.০০০০.০০৫.০২.০৬৭.০১৯-১৬৯, তারিখ: ০১/৭/২০১৯ খ্রি.।
(৯) টিএমইডি এর স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.৩৮৭.১৪-৪৩০, তারিখ: ২০/৮/২০১৯ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন নাভারণ মহিলা আলিম মাদ্রাসায় নিম্নোক্ত শিক্ষক-কর্মচারীগণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামো অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে বর্ণিত মাদ্রাসায় নামের পাশে উল্লিখিত তারিখে যোগদান করেন এবং এমপিওভুক্ত হন। যথাক্রমে-

(১) জনাব মুহা: আব্দুল জলিল, প্রভাষক (আরবী) ১২/০১/২০০২ তারিখে যোগদান এবং মে/২০০৪ মাস হতে এমপিওভুক্ত।
(২) জনাব মো: মাঈনুদ্দিন, প্রভাষক (আরবী) পদে ০৯/০১/২০০২ তারিখে যোগদান এবং নভেম্বর/২০০৪ মাস হতে ৩ মাসের বকেয়াসহ এমপিওভুক্ত।
(৩) জনাব মো: শিহাব উদ্দিন, প্রভাষক (আরবী) ১০/ ০৪/২০০২ তারিখে যোগদান এবং মে/২০০৪ মাস হতে এমপিওভুক্ত।
(৪) জনাব মো: আহসান হাবীব, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ২২/৩/২০০৩ তারিখে যোগদান করেন এবং নভেম্বর/২০০৪ মাসে এমপিওভুক্ত হন।

২। বর্ণিত মাদ্রাসায় ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামো লংঘন করে অতিরিক্ত ০৩ (তিন) জন আরবী প্রভাষক ও ০১ (এক) জন কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক উক্ত ০৪ জনের এমপিও বাতিল করে অবৈধভাবে উত্তোলিত বেতন-ভাতা ফেরৎ প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে মাউশি অধিদপ্তর হতে ০৪/১১/২০১০ তারিখে সূত্রোক্ত (১) মূলে পত্র জারি করা হয় । সে সাথে উক্ত পত্রের অনুলিপিতে উক্ত ০৪ জন শিক্ষক-কর্মচারীর নিকট হতে অবৈধভাবে উত্তোলিত বেতন-ভাতার সরকারি অংশ (এমপিও) আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য মাউশি কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতিকে নির্দেশনা দেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এমপিও বাতিলের পূর্বে উক্ত ০৪ জনকে কোন কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়নি।

৩। মাউশিঅ-এর উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান হতে ০৮/১২/১০ তারিখে সূত্রোক্ত (২) নং পত্রমূলে উল্লিখিত ০৩ (তিন) জন প্রভাষক ও ০১ (এক) জন কর্মচারীকে তাদের চাকুরী হতে অব্যাহতি দিয়ে সংশ্লিষ্টগণ কর্তৃক উত্তোলিত এমপিওর টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৪। মাউশি অধিদপ্তরের ০৪/১১/২০১০ তারিখে ১৩০৩/৯ এবং প্রতিষ্ঠানের ০৮/১২/১০ তারিখের ২৫/১০(৪) নং স্মারক দুটির বিরুদ্ধে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক (আরবী) জনাব মুহা: আব্দুল জলিল এবং অপর ০৩ {০৪ (চার)} জন কর্তৃক মাননীয় হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-২২৯/২০১১ দায়ের করা হয়। উক্ত রিট পিটিশন নং-২২৯/২০১১ মামলায় প্রদত্ত ০৭/১২/২০১৪ তারিখের রায়/আদেশ নিম্নরূপ-

" ..... In the result, the Rule is made absolute in part.

The impugned letter vide memo No. ৯এ/৩৬/অডিট/এম/ ২০১০/১৩০৩/৯ dated 04.11.2010 passed by the pespondent No. 2 and the subsequent order issude by the respondent No. 6 vide Memo No. ২৫/১০(৪) dated 08.12.2010 (Annexures-D and E) so far as those relate to the petitioners No. 1, 3 and 4 are hereby declared to have been issued without lawful authority and to be of no legal effect.

The impugned letters dated 4.11.2010 and 8.12.2010 as contained in Annexures-D and E to the writ petition so far as those relate to the petitioner No. 2 directing him to refund the received salary is hereby declared to have been passed without lawful authority and is of no legal effect".

৫। উক্ত রায়/নির্দেশনা অনুযায়ী মাউশিঅ এর ০৪/১১/২০১০ তারিখের ১৩০৩/৯ সংখ্যক পত্রের ক্রমিক নং-১, ৩ ও ৪-এ বর্ণিত ০৩ (তিন) জন পিটিশনারকে অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৭/৫/২০১৫ তারিখের ২৬৫ নং স্মারকমূলে চাকুরীতে পুন:র্বহাল করা হয় এবং বর্তমান পর্যন্ত এমপিও প্রদান করা হচ্ছে মর্মে জানুয়ারি/১৯ এর এমপিও শীট হতে প্রতীয়মান হয়।

৬। উক্ত রিট মামলার রায়ের শেষাংশের বর্ণির্ত মতে পিটিশনার নং-২ (আলোচ্য আবেদনে বর্ণিত জনাব মো: মাঈনুদ্দিন) কর্তৃক গৃহিত টাকা জমা প্রদানের নিমিত্ত মাউশিঅ এর ০৪/১১/২০১০ তারিখে পত্র এবং বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ০৮/১২/২০১০ তারিখের পত্রের কার্যক্রম মাননীয় আদালত কর্তৃক বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তাকে (০২ নং পিটিশনার কে) চাকুরীতে পুন:র্বহাল বা বাতিলের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে কোন নির্দেশনা নেই।

৭। উল্লেখ্য যে, জনাব মো: মাঈনুদ্দিন দাখিল ২য়, আলিম ৩য়, ফাযিল ৩য় এবং কামিল ২য় বিভাগ/শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। নাভারণ মহিলা আলিম মাদ্রাসা, শার্শা, যশোর এর শিক্ষক কর্মচারীদের চাকুরী বিষয়ে মাদরাসার গভর্নিং বডির ১৫/১০/২০০৬ তারিখের রেজ্যুলেশন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য ব্যক্তি জনাব মো: মাঈনুদ্দিন প্রথমে ০১/০১/১৯৯৭ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী হিসাবে যোগদান করেন এবং ০১/০২/১৯৯৮ তারিখে ৩৭১০৬৫ নং ইনডেক্সধারী হিসেবে এমপিওভুক্ত হন ।

৮। পরবর্তীতে প্রভাষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে উন্মুক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে আবেদনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণক্রমে জনাব মো: মাঈনুদ্দিন ১ম স্থান অধিকার করায় নিয়োগ বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে গত ০৯/০১/০২ তারিখে আরবী প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং প্রভাষক হিসেবে আগস্ট/০৪ হতে বকেয়াসহ নভেম্বর/০৪ মাসে এমপিওভুক্ত হন। গভর্ণিং বডি কর্তৃক প্রভাষক পদে তার (জনাব মাঈনুদ্দিন এর) চাকুরী গত ০৯/০১/০৪ তারিখ হতে নিশ্চিত করা হয়েছে মর্মে মাদরাসার রেজ্যুলেশনে উল্লেখ রয়েছে।

৯। পরবর্তীতে প্রভাষক হিসেবে উক্ত মাদরাসায় নিয়োগ পাওয়ার পর জনাব মো: মাঈনুদ্দিন কর্তৃক প্রভাষক পদে এমপিওভুক্তির জন্য দাখিলকৃত আবেদনে পূর্বের ইনডেক্স নং-৩৭১০৬৫ উল্লেখ করেই আবেদন করা হয়েছে।

১০। আরো উল্লেখ্য যে, জনাব মো: মাঈনুদ্দিন প্রভাষক পদে (ইনডেক্সধারী শিক্ষক হিসেবে) আগস্ট/০৪ হতে সেপ্টেম্বর/১০ পর্যন্ত এমপিওপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তিনি পূর্ব পদের (অফিস সহকারী পদের) ইনডেক্স নম্বর (৩৭১০৬৫)এর আওতায় বর্তমান প্রভাষক পদে এমপিওভুক্ত হয়েছিলেন।

চলমান পাতা নং-০২

১১। রিট মামলার (২২৯/২০১১) ২ নং পিটিশনার জনাব মো: মাঈনুদ্দিন কর্তৃক সূত্রোক্ত (১) ও (২) নং পত্রের প্রেরক তথা মাদরাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে শার্শা সহকারী জজ আদালত, যশোর-এ দে: মোকদ্দমা নং-৪১/২০১৫ দায়ের করা হয়। উক্ত দেওয়ানি মামলায় ডিজি,মাউশি এবং সচিব,শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেও বিবাদী করা হয়েছে।

১২। দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৪১/২০১৫ মামলাটি পক্ষগণের মধ্যে আপোষনামার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। উক্ত মামলার আপোষনামার অংশে উল্লেখ রয়েছে- (শুধুমাত্র মামলার আদেশের প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ করা হলো)

(ক) অত্র আপোষনামার দরখাস্তে উল্লিখিত পক্ষগণের সম্মতিক্রমে অপরের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া বর্তমান মোকদ্দমাটি শর্ত মোতাবেক ডিক্রী হইবে এবং আপোষনামাটি ডিক্রীর একাংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর, সভাপতিত্বে গত ২৩/০৮/২০০০ ও ২৪/০৮/২০০০ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তের **৯নং অনুচ্ছেদে সিদ্ধান্ত হয়েছে -**

"এস.এস.সি থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত কোন ৩য় বিভাগ/শ্রেণী ধারীকে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া যাবে না এবং তিনি এমপিও প্রাপ্তির বিবেচ্য হবেন না" ....."তবে পূর্বে এমপিও ইনডেক্স নম্বরধারী শিক্ষদের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।"

১৩। উল্লিখিত আপোষনামার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ শার্শা সহকারী জজ আদালত, যশোর কর্তৃক দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ৪১/১৫ এর গত ১৭/০১/১৯ তারিখে নিম্নরূপ রায়/আদেশ প্রদান করা হয়-

"According to the terms of the compromise-agreement the plaintiff will be reinstated to his pervious post but will not be entitled to any remuneration for the time when he was not in service and as such is decided that the suit may be decreed in terms and conditions of the compromise-agreement.

Hence, It is Ordered,

That the suit be decreed in part on compromise through ADR at the mediation of the court against the defendant Nos. (1-14) as per terms of the compromise-agreement and ex parte against the rest the compromise-agreement shall form part of the decree."

১৪। উক্ত রায়/আদেশের প্রেক্ষিতে বাদী জনাব মো: মাঈনুদ্দিন প্রভাষক (আরবী) হিসেবে গত ২০/০২/১৯ তারিখে উক্ত মাদরাসায় পুনরায় যোগদান করে কর্মরত আছেন। উপরোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে বর্তমানে এনটিআরসিএ-এর নিবন্ধন এবং সুপারিশ ব্যতিত ব্যবস্থাপনার কমিটির মাধ্যমে কোন শিক্ষক পদে নিয়োগ/যোগদানের সুযোগ আছে কিনা, পূর্বের প্রাপ্ত ইনডেক্স নম্বরে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির পর এমপিওভুক্ত হওয়া এবং প্রায় ০৬ বছর প্রভাষক হিসেবে এমপিও প্রাপ্ত, জনাব মো: মাঈনুদ্দিন এর ক্ষেত্রে উপরিউক্ত {অনুচ্ছেদ ৪০ (খ)} সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে কিনা সে বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য সূত্রোক্ত (৭) নং পত্রমূলে ডিজি, ডিএমই-কে অনুরোধ করা হয়।

১৫। তৎপ্রেক্ষিতে ডিএমই কর্তৃক সূত্রোক্ত (৮) নং পত্রের মাধ্যমে নিম্নরূপ মতামত প্রদান করা হয়-

(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২১/০৩/০৫ তারিখে জারীকৃত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন,২০০৫ অনুযায়ী ২০মার্চ ২০০৫ হতে নিবন্ধন বিহীন শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করে দেয়া হয়। অর্থাৎ ২০ মার্চ,০৫ এর পূর্ব পর্যন্ত নিন্ধন বিহীন শিক্ষক নিয়োগ বিধি সম্মত ছিল।

(খ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা, ২০১৮এর ২৭(ক) এবং ২৭(খ) অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ নির্দেশনা রয়েছে -

২৭(ক) এ নীতিমালা জারী হওয়ার পূর্বে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান অব্যাহত থাকবে।

২৭(খ) নিবন্ধন পরীক্ষা ও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শিক্ষক নির্বাচন চালু হওয়ার পূর্বে পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রয়োজন হবে না।

১৬। যেহেতু জনাব মো: মাইনুদ্দিন অফিস সহকারী পদ থেকে বিধি মোতাবেক প্রভাষক (আরবী) পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে এমপিওভুক্ত হয়েছিলেন এবং মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রভাষক পদে এমপিওভুক্ত করার সময় তাঁর পূর্বের (অফিস সহকারী) পদের ইনডেক্স নম্বর (৩৭১০৬৫) বহাল রাখা হয়েছে;

১৭। যেহেতু রিট পিটিশন নং-২২৯/২০১১ মামলার ০৭/১২/২০১৪ তারিখের রায়ে জনাব মো: মাইনুদ্দিন কর্তৃক গৃহীত বেতন-ভাতাদি ফেরত প্রদানের আদেশটি মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক বে-আইনী ও বিধি বহির্ভূত বলা হয়েছে (যদিও তাকে চাকুরীতে রাখা বা বাদ দেয়ার বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি)।

১৮। তৎপরবর্তীতে যেহেতু দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৪১/২০১৫ এর ১৭/০১/২০১৯ তারিখের রায়ের প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি কর্তৃক জনাব মো: মাইনুদ্দিন-কে স্ব-পদে (প্রভাষক-আরবী) বহাল করা হয়েছে এবং তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন;

১৯। যেহেতু জনাব মো: মাইনুদ্দিন প্রভাষক হিসেবে আগস্ট/০৪ হতে বকেয়াসহ নভেম্বর/০৪ মাসে এমপিওভুক্ত হয়ে প্রায় ০৬ বছর এমপিও প্রাপ্ত হন এবং মাউশিঅ এর নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ০৮/১২/১০ তারিখের ২৫/১০(৪) নং পত্রের মাধ্যমে (জনাব মো: মাইনুদ্দিন-কে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে এমপিও বন্ধ করা) বে-আইনীভাবে অব্যাহতি প্রদান করা হয় যা দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৪১/২০১৫ এর ১৭/০১/২০১৯ তারিখের রায়ে...plaintiff will be reinstated to his pervious post . মর্মে ঘোষণা করা হয়েছে;

২০। যেহেতু বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ অনুযায়ী ২০ মার্চ, ২০০৫ তারিখের পূর্বে আবেদনকারী প্রভাষক পদে (০৯/০১/০২ তারিখে) যোগদান করেছেন বিধায় জনাব মো: মাইনুদ্দিন এর ক্ষেত্রে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধানটি প্রযোজ্য নয়।

২১। সেহেতু রিট পিটিশন নং-২২৯/২০১১ মামলার ০৭/১২/২০১৪ তারিখের রায়, দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৪১/২০১৫ এর ১৭/০১/২০১৯ তারিখের রায়/নির্দেশনা, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ এর বিধান, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা, ২০১৮ এর ২৭ (ক) এবং (খ) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামতের আলোকে যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন নাভারণ মহিলা আলিম মাদ্রাসার আরবী প্রভাষক জনাব মো: মাঈনুদ্দীন (বর্তমানে উক্ত মাদরাসায় কর্মরত থাকায়) এর প্রভাষক পদে বাতিল হওয়া এমপিও চালু হওয়া প্রয়োজন বিধায় আগস্ট/১৯ মাস হতে নাভারণ মহিলা আলিম মাদ্রাসার আরবী প্রভাষক জনাব মো: মাঈনুদ্দীন (ইনডেক্স নং-৩৭১০৬৫)-এর প্রভাষক পদে এমপিও চালু করার জন্য মহোদয়কে সূত্রোক্ত (৯) নং পত্রমূলে অনুরোধ করা স্বত্ত্বেও অদ্যাবধি উক্ত পত্রের উপর গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদি জানা যায়নি। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে সূত্রোক্ত (৯) নং স্মারকের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে আগামি ১১/১১/২০১৯ খ্রি: তারিখের মধ্যে টিএমইডি-কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে ২য় বারের মতো বিনীত অনুরোধ করা হলো।

(মো: আ: খালেক মিঞা) ২৮/১০/১৯
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪। যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের+- ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। অধ্যক্ষ, নাভারণ মহিলা আলিম মাদ্রাসা, ডাক- যাদবপুর, উপজেলা- শার্শা, জেলা- যশোর।
৬। অফিস কপি/মাস্টার কপি।